স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ শিল্পের বিবর্তন (১৯৪৮-২০০৭)

শুভদীপ দাস

ইতিহাস বিভাগ

লন্ডনে বিদ্যুতের আবির্ভাবের এক যুগের মধ্যেই ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতবর্ষের বিদ্যুতশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল এবং এই উৎপাদনের বেশীরভাগটাই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রযুক্তি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চার মতই ভারতে বিদ্যুতের আগমন ঔপনিবেশিক সময়ে ব্রিটিশদের হাত ধরেই হয়েছিল। বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদনের সূচনালগ্ন থেকেই তৎকালীন রাজধানী কলকাতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রচলন হলেও স্বাধীনতার পূর্বে তার গতি ছিল শ্লথ এবং সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র প্রকৃতির। স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুতের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনের জন্য ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, সীমিত সম্পদ, কেন্দ্র-রাজ্য রাজনৈতিক সমীকরণের মত বিভিন্ন চড়াই-উতরাই এর সম্মুখীন হয়েও পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের আমলে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা থেকে স্বাধীন ভারতীয় সরকারের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিবর্তন এবং বিদ্যুতশিল্পের শ্রমিক বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবেশে প্রভাব এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আধুনিকতা থেকে শুরু করে শিক্ষা, রাজনীতি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বা বলা ভালো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের প্রভাব অনস্বীকার্য। স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতশিল্পের অবস্থা আশানুরূপ ছিল না। সর্বোচ্চ স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দূরদর্শিতার

অভাব এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুললেও পরবর্তীতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং জনহিতকর নীতি নির্ধারণ পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল। আলোকিত ও অনালোকিত-র মধ্যেকার দ্বন্দ্ব পুরোপুরি মিটে না গেলে ও পুনঃনবীকরণযোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহারের ফলে রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতেও বিদ্যুতায়ন সম্ভবপর হয়েছিল। বিদ্যুতের আবিষ্কার বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হলেও তা অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাস্তবিক ভাবেই আজ বিদ্যুৎ ‘পরিষেবা’-র পরিবর্তে ‘অধিকার’ হয়ে উঠেছে।